

তপশিল
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি
[ধারা ৩৭ (২) দ্রষ্টব্য]

১। সংজ্ঞা-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই সংবিধিতে-

- (ক) ‘ আইন’ অর্থ ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৩;
- (খ) ‘কর্তৃপক্ষ’, ‘অধ্যাপক’, ‘সহযোগী অধ্যাপক’, ‘সহকারী অধ্যাপক’, ‘প্রভাষক’, ‘কর্মচারী’ এবং ‘রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট’ অর্থ যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, কর্মচারী এবং রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট।

২। অনুষদ- (১) কোনো অনুষদ উহার ডিন ও অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) প্রত্যেক অনুষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

- (ক) ডিন, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের চেয়ারম্যানগণ;
- (গ) অনুষদের অনধিক ১০ (দশ) জন অধ্যাপক, যাহারা উপাচার্য কর্তৃক আবর্তন পদ্ধতিতে মনোনীত হইবেন;
- (ঘ) দফা (ক), (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত শিক্ষকগণ ব্যতীত অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের ৩(তিন) জন শিক্ষক (সহকারী অধ্যাপকের নিম্নে নহেন) জ্যেষ্ঠতা এবং আবর্তনের ভিত্তিতে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুষদের প্রস্তাব বিবেচনাপূর্বক মনোনীত হইবেন;
- (ঙ) অনুষদের বিষয় নহে অথচ কাউন্সিলের মতে অনুষদের কোনো বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত এমন বিষয়ে অনধিক ৩ (তিন) জন শিক্ষক, যাহারা অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন;
- (চ) অনুষদের এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ১ (এক) জন শিক্ষাবিদ, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো চাকরিতে নিয়োজিত নহেন এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত।

(৩) নির্বাহী কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) এই আইন এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে, প্রত্যেক অনুষদের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

- (ক) অনুষদের জন্য পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও অধ্যয়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা, প্রত্যেক পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির জন্য নম্বর ধার্য করা এবং এতদুদ্দেশ্যে পাঠক্রম কমিটিসমূহ গঠন করা;
- (খ) ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট ও অন্যান্য সম্মান প্রদানের শর্তাবলি অনুমোদনের জন্য অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;
- (গ) অনুষদের বিভাগসমূহে শিক্ষক ও গবেষক পদ সৃষ্টির জন্য অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;
- (ঘ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (ঙ) অনুষদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করিবার লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব করা;
- (চ) বিভাগসমূহে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা;
- (ছ) অনুষদের শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- (জ) অনুষদের কোনো বিভাগের দ্বন্দ্ব এবং আন্তঃবিভাগীয় দ্বন্দ্ব মীমাংসা করা;
- (ঝ) বহিঃপ্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত যোগাযোগ ও সহযোগিতা স্থাপনের লক্ষ্যে বিভাগীয় পাঠক্রম কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাব বিবেচনা করা এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিকট এতদসংক্রান্ত সুপারিশ করা।

৩। **বিভাগ।-** (১) প্রত্যেক বিভাগে একজন বিভাগীয় চেয়ারম্যান থাকিবেন।

(২) বিভাগীয় অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে উপাচার্য কর্তৃক বিভাগীয় চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হইবেন, যদি কোনো বিভাগে অধ্যাপক না থাকেন, তাহা হইলে উপাচার্য সহযোগী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে ১ (এক) জনকে বিভাগীয় চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সহযোগী অধ্যাপকের নিম্নে কোনো শিক্ষককে বিভাগীয় চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, অন্যান্য সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার কোনো শিক্ষক কোনো বিভাগে কর্মরত না থাকিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রবীণতম শিক্ষক উহার চেয়ারম্যান হইবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পদবি ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে এবং কোনো ক্ষেত্রে পদবি ও পদমর্যাদা সমান হইলে সমপদে চাকুরিকালের দীর্ঘতার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) পর পর ২ (দুই) মেয়াদের জন্য কোনো ব্যক্তি বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো বিভাগে কেবল একজন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক থাকেন, তাহা হইলে এই উপঅনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) বিভাগীয় চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রমের যাবতীয় ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করিবেন এবং এইসকল বিষয়ে তিনি ডিনের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন।

(৫) প্রত্যেক বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান বিভাগের দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

(৬) বিভাগের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে অ্যাকাডেমিক কমিটি গঠিত হইবে এবং উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:-

- (ক) শিক্ষার্থী ভর্তি;
- (খ) পাঠ্যসূচি প্রণয়ন;
- (গ) পরীক্ষা পরিচালনা;
- (ঘ) শিক্ষাদান;
- (ঙ) শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-সহায়ক কার্যাবলি।

(৭) বিভাগের মোট শিক্ষক সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক সমন্বয়ে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভাগীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা অন্যান্য ৩ (তিন) জন হইতে হইবে।

(৮) বিভাগীয় পরিকল্পনা কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) বিভাগের সম্প্রসারণ; এবং

(খ) শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ-সংক্রান্ত প্রস্তাব অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিকট প্রেরণ।

৪। **পাঠক্রম কমিটি**- (১) প্রত্যেক বিভাগে একটি পাঠক্রম কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) বিভাগীয় চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) অ্যাকাডেমিক কমিটি কর্তৃক বিভাগ হইতে মনোনীত ২ (দুই) জন সদস্য;

(গ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের প্রস্তাবক্রমে ডিন কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১ (এক) জন বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞ শিক্ষক;

(ঘ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ সদস্য যাহাদের একজন হইবেন কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এবং অপর জন হইবেন ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট পেশাদারি প্রতিষ্ঠানের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি।

(২) সংশ্লিষ্ট অনুষদের অধীন কোনো বিভাগে শিক্ষক না থাকিলে অনুষদের ডিন কর্তৃক এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য এক বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উক্ত বিষয়ের ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষক সমন্বয়ে পাঠক্রম কমিটি গঠিত হইবে।

(৩) কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

৫। **পাঠক্রম কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি**- পাঠক্রম কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির আলোকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পাঠক্রম বা কারিকুলাম নির্ধারণে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলকে পরামর্শ প্রদান;

- (খ) অনুমোদিত পাঠক্রম অনুযায়ী পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন;
- (গ) বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের অধীন শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের জন্য কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ প্রদান;
- (ঘ) বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের সকল প্রকার পরীক্ষা, অভিসন্দর্ভ (thesis), গবেষণা, ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষকদের তালিকা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ;
- (ঙ) সিন্ডিকেট, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল বা অনুষদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৬। **পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি দায়িত্ব ও কার্যাবলি।-** পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং এতৎসম্পর্কে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ প্রদান;
- (খ) পূর্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন এবং পূর্ত কর্মসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন;
- (গ) ঠিকাদার তালিকাভুক্তকরণ, দরপত্র যাচাই ও ঠিকাদারের সহিত চুক্তি সম্পাদন;
- (ঘ) উপাচার্য ও সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

৭। **বাছাই কমিটি।-** (১) শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশের জন্য নিম্নরূপ পৃথক পৃথক বাছাই কমিটি থাকিবে, যথা:-

- (ক) অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের বাছাই কমিটি:
 - (১) উপাচার্য, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
 - (২) উপউপাচার্যগণ;
 - (৩) কোষাধ্যক্ষ;
 - (৪) আচার্য কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন শিক্ষাবিদ যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরিতে নিয়োজিত নহেন;
 - (৫) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ;

- (৬) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার ১ (এক) জন সদস্য;
- (৭) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন;
- (৮) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
- (খ) সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগের বাছাই কমিটি:
- (১) উপাচার্য, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
- (২) উপউপাচার্যগণ;
- (৩) কোষাধ্যক্ষ;
- (৪) আচার্য কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন শিক্ষাবিদ, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরিতে নিয়োজিত নহেন;
- (৫) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ;
- (৬) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার ১ (এক) জন সদস্য;
- (৭) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন;
- (৮) বিভাগীয় চেয়ারম্যান (যদি তিনি অন্যান্য সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন হন);
- (৯) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
- (গ) রেজিস্ট্রার, গ্রন্থাগারিক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান চিকিৎসক নিয়োগের বাছাই কমিটি:
- (১) উপাচার্য, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
- (২) উপউপাচার্যগণ;
- (৩) কোষাধ্যক্ষ;
- (৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি;

- (৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;
এবং
- (৬) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
- (ঘ) দশম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগের বাছাই কমিটি:
- (১) উপাচার্য, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
- (২) উপউপাচার্যগণ;
- (৩) কোষাধ্যক্ষ;
- (৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি;
- (৫) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
- (ঙ) ১১তম হইতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগের বাছাই কমিটি:
- (১) কোষাধ্যক্ষ, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন, তবে কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে উপাচার্য উহার সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন;
- (২) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান;
- (৩) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি;
- (৪) উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য;
- (৫) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) বাছাই কমিটির মনোনীত কোনো সদস্য ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্থায়ী পদে বহাল থাকিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, পদাধিকারবলে বাছাই কমিটিতে নিয়োজিত কোনো সদস্য কেবল তাহার স্বপদে বহাল থাকা পর্যন্ত বাছাই কমিটির সদস্যপদে নিয়োজিত থাকিবেন।

(৩) বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিন্ডিকেট শিক্ষক ও কর্মচারী পদে নিয়োগদান করিবে।

(৪) বাছাই কমিটির সুপারিশের সহিত সিন্ডিকেট ঐকমত্য পোষণ না করিলে পুনর্বিবেচনার জন্য বিষয়টি আচার্যের সমীপে প্রেরণ করিতে পারিবে এবং উক্ত বিষয়ে আচার্যের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) বাছাই কমিটি বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

৮। **পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)**।- (১) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন কর্মচারী হইবেন।

(২) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৯। **পরিচালক (গবেষণা)**।- (১) উপাচার্যের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা ও গবেষণা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনূন্য সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসরের জন্য পরিচালক (গবেষণা) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (গবেষণা) এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১০। **পরিচালক (বহিরঙ্গন কার্যক্রম)**।- (১) উপাচার্যের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা ও গবেষণা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনূন্য সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসরের জন্য পরিচালক (বহিরঙ্গন কার্যক্রম) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (বহিরঙ্গন কার্যক্রম) এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১১। **শিক্ষার্থী বিষয়ক উপদেষ্টা**।- (১) উপাচার্যের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনূন্য সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসরের জন্য শিক্ষার্থী বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবেন।

(২) শিক্ষার্থী বিষয়ক উপদেষ্টা উপাচার্যের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা ও শিক্ষাবহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান এবং সার্বিক কল্যাণ বিধান করিবেন।

(৩) শিক্ষার্থী বিষয়ক উপদেষ্টার অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলি সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১২। **প্রক্টর।-** (১) উপাচার্যের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যাপক কিংবা সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসরের জন্য ১ (এক) জন প্রক্টর এবং প্রয়োজনে, সহযোগী অধ্যাপক কিংবা সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে এক বা একাধিক সহকারী প্রক্টর নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টর এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৩। **প্রভোস্ট।-** (১) উপাচার্যের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অন্যান্য সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসরের জন্য প্রভোস্ট নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রভোস্ট উপাচার্যের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া আবাসিক হল প্রশাসনের নির্বাহী কর্মচারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) প্রভোস্টের অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলি সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৪। **বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম যাহাতে অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, সেই জন্য উপাচার্য, প্রয়োজনে মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদনক্রমে এক বা একাধিক খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) শিক্ষকগণ-

(ক) শিক্ষার্থীদের উন্নত নৈতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করিবার লক্ষ্যে নিজেদের পেশাগত দায়িত্ব পালন এবং সার্বিক জীবনাচরণে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন;

(খ) বক্তৃতা, টিউটোরিয়াল, আলোচনা, সেমিনার, হাতে-কলমে, ডিজিটাল পদ্ধতিতে ও কর্মশিবিরের মাধ্যমে শিক্ষাদান করিবেন;

(গ) গবেষণা পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করিবেন;

(ঘ) শিক্ষার্থীদের সহিত যোগাযোগ রাখিবেন, তাহাদিগকে দিকনির্দেশনা প্রদান করিবেন এবং তাহাদের কার্যক্রম তদারক করিবেন;

- (ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় এবং উহার অনুষদ ও অন্যান্য পাঠক্রম সহায়ক সংস্থার পাঠক্রম ও পাঠসূচি প্রণয়ন, পরীক্ষা নির্ধারণ ও পরিচালনা, পরীক্ষার উত্তরপত্র ও গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল্যায়ন এবং গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, অন্যান্য শিক্ষামূলক ও পাঠক্রম সহায়ক কার্যক্রমে কর্তৃপক্ষসমূহকে সহায়তা প্রদান করিবেন;
- (চ) উপাচার্যের অনুমোদন সাপেক্ষে, পরামর্শক হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ কাজের জন্য প্রাপ্ত পারিতোষিকের এক-পঞ্চমাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন;
- (ছ) সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং উপাচার্য, ডিন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্য ও দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন;
- (জ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক খণ্ডকালীন বা পূর্ণকালীন অন্য কোনো কার্য বা চাকুরি করিতে পারিবেন না।

১৫। **সম্মানসূচক ডিগ্রি**- কোনো ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদানের কোনো প্রস্তাব অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরিত হইলে এবং সিন্ডিকেট প্রস্তাবটিতে সমর্থন প্রদান করিলে উহা আচার্যের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে এবং আচার্য কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করা যাইবে।

১৬। **রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট**- (১) গ্র্যাজুয়েট হইবার পর অনূন ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ও বার্ষিক ফি প্রদান করিয়া রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের রেজিস্টারে তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত করিবার অধিকারী হইবেন।

(২) উপঅনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী আবেদনকারী গ্র্যাজুয়েটকে রেজিস্ট্রেশন ফি ও বার্ষিক ফি প্রদানের তারিখ হইতে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে নিবন্ধন করা হইবে এবং উপঅনুচ্ছেদ (৫) এর বিধান অনুযায়ী রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের রেজিস্টার হইতে তাহার নাম বাদ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে এইরূপ রেজিস্টার্ড থাকিবেন।

(৩) রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে রেজিস্ট্রেশনকৃত কোনো ব্যক্তি এককালীন নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া আজীবন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সদস্য হিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

- (ক) কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সদস্য তাহার নাম রেজিস্ট্রেশনের প্রথম বৎসর হইতে ক্রমাগতভাবে ১৫ (পনেরো) বৎসর বার্ষিক ফি প্রদান করিয়া থাকিলে তিনি আমরণ

বা ইস্তফা প্রদান না করা পর্যন্ত আর কোনো ফি প্রদান না করিয়াই রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন;

(খ) বকেয়া ফি পরিশোধ না করিবার কারণে কাহারও নাম রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইলে, তিনি এককালীন নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া আজীবন সদস্যরূপে রেজিস্টার্ড হইতে পারিবেন।

(৪) কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট তাহার প্রদেয় বার্ষিক ফি শিক্ষা বৎসরের যেকোনো সময়ে প্রদান করিতে পারিবেন; তবে সংবিধির বিধান দ্বারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তিনি কোনো শিক্ষা বৎসরের বকেয়া ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বৎসরে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের অধিকার প্রয়োগ বা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবেন না এবং তাহার নাম উক্ত তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

(৫) কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কোনো শিক্ষা বৎসরে প্রদেয় বার্ষিক ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের তালিকা হইতে তাহার নাম বাদ দেওয়া হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি পরবর্তী শিক্ষা বৎসরে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে পুনরায় তালিকাভুক্ত হইতে পারিবেন, যদি তিনি পুনঃতালিকাভুক্তির বৎসর পর্যন্ত সকল বকেয়া ফি পরিশোধ করেন।

(৬) সংবিধির বিধান দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে পুনঃতালিকাভুক্ত বা পুনঃভর্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত ফি প্রদান করা না হইলে, পুনঃতালিকাভুক্তি বা পুনঃভর্তির কোনো আবেদন গ্রহণ করা হইবে না।

(৭) গ্র্যাজুয়েটদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সম্মুখে গঠিত কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে, যথা:-

(ক) উপাচার্য, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ইহার ১ (এক) জন সদস্য;

(গ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ইহার ১ (এক) জন সদস্য।

(৮) উপঅনুচ্ছেদ (৭) এর অধীন গঠিত কমিটির কার্যপদ্ধতি উক্ত কমিটি কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৯) নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে উপঅনুচ্ছেদ (৭) এর অধীন গঠিত কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করিবার অধিকারী হইবেন।

১৭। **অন্যান্য কর্মচারীর কর্তব্য।-** অন্যান্য কর্মচারী সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং সিন্ডিকেট ও উপাচার্য কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৮। **অবসর।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মচারী ৬০ (ষাট) বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

(৩) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত এতদসংক্রান্ত আদেশ প্রাধান্য পাইবে।

১৯। **অবসরভাতা।-** (১) কোনো কর্মচারী অন্যান্য ৫ (পাঁচ) বৎসর চাকুরি করিবার পর অবসর গ্রহণ বা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে অথবা তাহার মৃত্যু হইলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকুরির অবসান ঘটিলে, অনুরূপ ক্ষেত্রে কোনো কর্মচারী সম্পর্কে সরকার, সময় সময়, অবসরভাতার যে হার নির্ধারণ করে সেই হারে তাহাকে বা তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার পরিবারকে অবসরভাতা প্রদান করা হইবে।

(২) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত আদেশ প্রাধান্য পাইবে।

২০। **বিশেষ আর্থিক সহায়তা।-** কোনো কর্মচারী চাকুরির মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে যদি স্বাস্থ্যগত কারণে অক্ষম হইয়া পড়েন অথবা তাহার মৃত্যু হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি যত বৎসর চাকুরি করিয়াছেন উহার প্রতি পূর্ণ বৎসর কিংবা উহার অংশবিশেষের জন্য ৩ (তিন) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ, তাহার মাসিক সর্বশেষ আহরিত মূল বেতনের হার অনুযায়ী, তিনি অথবা তাহার পরিবার এককালীন বিশেষ আর্থিক সহায়তা হিসাবে প্রাপ্য হইবেন, তবে এইক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত এতৎসংক্রান্ত আদেশ প্রাধান্য পাইবে।

২১। **সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয় উহার কর্মচারীদের জন্য নিজ অর্থে একটি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠন করিবে এবং কর্মচারীগণ নিজ অর্থে উপঅনুচ্ছেদ (২) এর বিধান মোতাবেক উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক উহার কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কে প্রণীত বিধি, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সাপেক্ষে, শিক্ষক, গবেষক ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২২। **সভার কোরাম।-** অন্য কোনোভাবে কর্তৃপক্ষের সভার কোরাম নির্ধারণ করা না হইলে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সভায় উহার মোট সদস্য সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ সদস্যের উপস্থিতি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সভার কোরাম হইবে এবং এই বিষয়ে প্রত্যেক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে গণনা করা হইবে।

২৩। **সংবিধির ব্যাখ্যা।-** এই সংবিধির কোনো বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিন্ডিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা আচার্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদ্বিষয়ে আচার্যের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।